R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No. D/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
**ইউনাইটেড ব্রীক্স**
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।।মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৮ বর্ষ
৯ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৮শে আষাঢ়, ১৪১৮।
১৩ই জুলাই ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

## নেতাদের বহুপ্রতিশ্রুতি পার করে আজও উপেক্ষিত বাদশাহী সড়ক

নিজস্ব সংবাদদাতা : গ্রাম বাংলার মানুষদের যাতায়াতের প্রয়োজনে হুসেন শাহর আমলে তৈরী মাটির রাস্তাটি বাদশাহী সড়ক নামে এলাকায় পরিচিত। রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের জরুর গ্রামের গা ঘেঁষে রাস্তাটি বীরভূমের বারা গ্রামে অতিক্রম করে লোহাপুর পর্যন্ত চলে গেছে। এই রাস্তার ধারেই বারা গ্রামে চলছে চারুবালা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। তেমনি মুর্শিদাবাদের জিনদীঘি ও বন্যেশ্বর গ্রামে চলছে দুটি উচ্চ বিদ্যালয় বহু বছর ধরে। মাটির রাস্তাটিকে পীচ রাস্তায় রূপান্তরের দাবী বহু দিনের। এলাকার বহু বর্ধিষ্ণু পরিবার উন্নতমানের রাস্তার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে সরকারের ঘরে সামর্থ্য মতো টাকাও জমা দেন। কিন্তু দীর্ঘ বছর চলে গেলেও রাস্তাটি অবহেলিত থেকে যায়। তদানীন্তন সিপিএমের সাংসদ আবুল হাসনাৎ খানের তৎপরতায় জরুর থেকে এক কিলোমিটার এবং মুর্শিদাবাদের সীমান্ত এলাকা আথুয়া ঘাট থেকে বন্যেশ্বর গ্রামের মুখ পর্যন্ত চার কিলোমিটার রাস্তা পীচ হয়। (শেষ পাতায়)

## আবার স্কুল নির্বাচনে তৃণমূল-কংগ্রেস ঘোঁট

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জোটে মন্ত্রীসভা তৈরী হলেও জঙ্গিপুর এলাকায় প্রত্যেকটা ব্যাপারে তৃণমূল ও কংগ্রেসের মধ্যে মতবিরোধ ও সংঘর্ষ লেগেই থাকছে। গত ২৯ জুন রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের রাণীনগর হাইস্কুলে ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনের নমিনেশন পেপার জমা দেবার শেষ ছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের তৎপরতায় সেখানে পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে ঐ দিন জোট তৃণমূল ও কংগ্রেস জোটের নামে ছ'জন এবং তৃণমূলের পক্ষ থেকে ছ'জন পৃথকভাবে নমিনেশন জমা দেন। এছাড়া সিপিএম, বিজেপিও ছিল। তৃণমূল ও কংগ্রেস জোটের প্রার্থীদের পক্ষে ঐ দিন তৎপরতা দেখান তৃণমূলের টাউন সভাপতি গৌতম রুদ্র। এদিকে ৬ জুলাই তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে আসেন তৃণমূল নেতা মহঃ সেখ ফুরকান, তাঞ্জিলুর রহমান। সঙ্গে ছিলেন রাণীনগর অঞ্চল (শেষ পাতায়)

## বেহায়া টেলিফোনের বেহাল দশা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির ব্যাপক এলাকায় বিশেষ করে ব্রাহ্মণপাড়া টেলিফোন কেন্দ্রের খাতাপত্র আদৌ টেলিফোন অফিসে আছে কিনা ঐ বেহায়া বিভাগই বলতে পারে। এরকমই প্রতিক্রিয়া জানালেন বেশ কিছু গ্রাহক। তাদের ক্ষোভ, মহকুমার দায়িত্বে থাকা এস.ডি.ই. মুকুল দত্ত মাসে ২/৩ দিন রঘুনাথগঞ্জে আসেন ২/৩ ঘন্টার জন্যে। বহরমপুরে বসে চাকরী করেন। গ্রাহকদের পরিষেবা দেখার কেউ নাই। গত তিন বছর থেকে ফোনগুলি প্রায় অকেজো থাকে। ভালো রিং হয় না, কথা শোনা যায় না, অনেক সময় অকারণ রিং হয়। বলা হয় কেবল্ কাটা গেছে। মানুষ জানতে চায় সে কেবল্ তো দপ্তর পুঁতিয়েছে আমরা নই। ঠিকাদারের কাছে কব্জি ভরে নিলে ওরা তো ৬ ইঞ্চিই পুঁতছে ৪ ফুটের জায়গায়। অথচ বিল প্রতি মাসে চলে আসছে। না দিলে সংযোগ বন্ধ। অত্যাচার সীমা ছাড়াচ্ছে বলে জানালেন কিছু নেতা গোছের মানুষ।

## গর্ভবতী মায়েদের সব কিছুই বিনামূল্যে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জেলার অন্যান্য হাসপাতালের সঙ্গে জঙ্গিপুর হাসপাতালেও গর্ভবতী মায়েদের গ্রামাঞ্চল থেকে নিয়ে আসার জন্য 'মাতৃযান' নামে দু'টি গাড়ী এখানে এসেছে। রঘুনাথগঞ্জ ১ এবং ২ ব্লকের মধ্যে বসবাসকারী মায়েরা গর্ভ যন্ত্রণা উঠলেই টোল ফ্রি ১০২ নম্বরে ফোন করলেই 'মাতৃযান' সেখানে পৌঁছে যাবে। এর জন্য কোন খরচ রোগীর পরিবারকে বহন করতে হবে না। এছাড়া মেটারনিটি ওয়ার্ডের পেয়িং বেডও বাতিল করা হয়েছে। গর্ভবতী মায়েদের সব কিছু বিনামূল্যে। অন্যান্য ওয়ার্ডে পেয়িং বেড যেমন আছে তেমনি থাকছে।

## সড়ক সম্প্রসারণের আগের টাকার দাবীতে রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ থানার চলকাপুরে সম্প্রতি জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন এলাকার মানুষ। অভিযোগ, ১৯৭২ সালে জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণে তাদের জমি সরকার থেকে অধিগ্রহণ করা হলেও আজ পর্যন্ত জমির মূল্য তারা পাননি। আবার রাস্তা সম্প্রসারণে জায়গা অধিগ্রহণের নোটিশ এসেছে। এ প্রসঙ্গে জয়কৃষ্ণপুরের মনিরুদ্দিন সেখ ও সাজাহান মোমিন ও বাসুদেবপুরের আবদুল রোফ অভিযোগ করেন – ঐ সময় জমির ফসলের ক্ষতি বাবদ প্রত্যেককে এক হাজার টাকা দেয়া হয়। এরপর দীর্ঘ বছর সরকারী দপ্তরে ঘুরেও জমির মূল্য তারা পাননি। এর প্রতিবাদে এবং রাস্তার ধারের (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, ঢাকায় জামদানী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
**গৌতম মনিয়া**
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে আষাঢ় বুধবার, ১৪১৮

## নদী ভাঙন ও জঙ্গিপুর মহকুমার মানুষ

সিঁদুরে মেঘের আতঙ্ক ঘর পোড়া গরুদের। বাক্যবন্ধটি একটি চিরায়ত প্রবাদ। প্রবাদ প্রবচন হইলেও তাহা অতি বাস্তব। ভুক্তভোগীমাত্রই তাহা জানে, জানে লব্ধ আপন অভিজ্ঞতায়। শঙ্কা আশঙ্কায় দোলাদলচিত্ত তাহাদের। মুর্শিদাবাদের বিশেষ করিয়া জঙ্গিপুর মহকুমার জনপদবাসিদের অবস্থা ঘর পোড়া গরুদের মতই। বর্ষা নামিলে তাহাদের মধ্যে শঙ্কার আথালি পাথালি শুরু হইয়া যায়। এই ভীতি ও আশঙ্কার পিছনে রহিয়াছে তাহাদের বছরের পর বছর ধরিয়া অশ্রুসিক্ত অভিজ্ঞতা। মেঘমেদুর আকাশের কোণে তাহারা দেখিতে পায় সিঁদুরে মেঘের সংকেত।

আমাদের সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে তাহার পরিণতির ইতিকথা তুলিয়া ধরা হইয়াছে। বর্ষা, বন্যা, ভাঙন – পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া আসে – আঘাত করে মানুষের পাঁজরায়, কলিজায়। দিশাহারা হইয়া পড়ে বিভ্রান্ত মানুষ – তাহাদিগকে ছুটিতে হয় নতুন আশ্রয়ের খোঁজে। ভাঙন কবলিত নদীতীরবর্ত্তী মানুষদের এই দৈন্যদশা বহুদিনের। অতীতেও যেমন সমকালেও তেমনি তাহারা হারাইয়া চলিয়াছে তাহাদের রক্ত-ঘাম-চোখের জল দিয়া বাঁধা মাথা গুঁজিবার আশ্রয়টুকু। হারাইয়া চলিয়াছে তাহাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি। ইহা কতদিন চলিবে তাহা কে জানে ? দরিদ্রেরা ভগবানকে ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে নীরব থাকিয়া যায়। অদৃষ্টকে দোষারোপ করে।

বন্যা ভাঙনে মহকুমার মানচিত্র ক্রমাগত পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। অর্জুনপুর, নয়নসুখ, ~~ভৈরবটোলা~~, ফাদিলপুর ছাড়া, ময়া হইতে জলঙ্গী আখেরিগঞ্জ, রানীনগর পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ড জুড়িয়া চলিয়া আসিতেছে ভাঙনের উন্মত্ত ধ্বংসলীলা। ভাঙন লইয়া নানা মুনির নানা মত। কাহারও মতে নদীর অগভীরতা। ফলে জলবহন ও ধারণের ক্ষমতার ন্যূন্যতা। কেহ কেহ মনে করিতেছেন – নদীর গতি পথের পরিবর্তনশীলতা। ফরাক্কা ব্যারেজের জল ধারণের ক্ষমতা চল্লিশ হাজার কিউসেকের মতো। অনেকের ধারণা বিভিন্ন নদীর জলধারায় এই সমস্যার সৃষ্টি।

~~সবে তো বর্ষা শুরু~~। সঙ্গে সঙ্গে জনমনে আতঙ্কও জাগিতেছে। সাধারণতঃ ব্যারেজের ছাড়িয়া দেওয়া জল এবং তাহার সঙ্গে অতিরিক্ত মাত্রায় বৃষ্টি পাতের জল পলিসঞ্চিত নদীর বুক ভাসিয়া উভয় তীরবর্ত্তী অঞ্চলকে প্লাবিত করিয়া তোলে। বর্ত্তমানে যে ফিডার ক্যানেল আছে তাহা যথেষ্ট জল ধারণের উপযোগী নহে। আরো বেশি মাত্রায় জল ধারণ ও পরিবহনের জন্য ফিডার ক্যানেল দরকার। শোনা যাইতেছে বর্তমান কেন্দ্র সরকার এই অঞ্চলের ভাঙনকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন। এই ঘোষণা বা স্বীকৃতি শুধুমাত্র কাগুজে ব্যাপার হইয়া থাকিলে চলিবে না। তাহার বাস্তবায়নে সক্রিয় তৎপরতা প্রয়োজন। দীর্ঘ দিনের সমস্যার রাতারাতি সমাধান হইবে না তাহা সকলেই জানেন। সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া ভাঙন কবলিত মানচিত্রকে রক্ষা করিবার তৎপরতা আশু প্রয়োজন। ভাঙনের তীরে বসিয়া এই অঞ্চলের মানুষ বিড়ম্বিত জীবন লইয়া প্রহর গুণিতেছে।

## 'আবার এসেছে আষাঢ়'

শীলভদ্র সান্যাল

হাঁসফাঁসানি গরমে প্রাণ অতিষ্ঠ, বাজার আগুন, আকাশ আগুন, মানুষের মেজাজ তিরিক্ষে। সুজ্জি ঠাকুরের রাগও কমল না কিছু মাত্রা। তাঁর অগ্নিকাণ্ডে অতিষ্ঠ হ'য়ে আবহাওয়া দপ্তরের কর্মীরা হন্যে হ'য়ে খুঁজতে লাগলেন মৌসুমী বায়ুর হদিশ। কিন্তু কোথায় মৌসুমী বায়ু ? ব্যারোমিটারের পারদ বেয়াড়াভাবে ঊর্দ্ধগামী, সাথে সাথে আমাদের মেজাজও ! সুপক্ক আম-কাঁঠাল-লিচুর টোটকাতেও যা বিন্দুমাত্র কমল ব'লে মনে হয় না ! বাসে কিম্বা লোকাল ট্রেনের গাদাগাদি ভিরে 'ত্রাহি মধুসূদন' অবস্থা, আপিস-আদালতে অবিশ্রান্ত ঘূর্ণায়মান পাখাও এমন কোনও স্বস্তি দিতে পারল না। ট্রাফিক পুলিশরা ঘন ঘন রুমালে মুখ মুছল, রান্নাঘরে খুন্তি টা বেশিরকম শব্দ তুলল আর ফ্রীজগুলোর দায়িত্ব বাড়ল অস্বাভাবিক রকমের, গ্রামাঞ্চলে ভাগচাষীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ, আর এ সব কিছুর মধ্যে কোনও দিন হয়তো বা গড়িয়ে যাওয়া দুপুরের দিকটায়, ঘরে কিংবা বাইরে, মানুষ যখন উত্তাপের উগ্র মদে টালমাটাল, তখন হঠাৎ ক'রে সবাইকে চমকে দিয়ে আকাশ অন্ধকার হ'য়ে উঠল ঘনকৃষ্ণ মেঘে – স্তরে স্তরে, গ্রীষ্ম মহাদেবের অগ্নিবর্ষী ত্রিনয়ন ক্ষণিক বিরতিতে নিমিলিত হল, গাছ-গাছালি আর আমাদের বুক কাঁপিয়ে ছুটল সনসনানি হাওয়া এবং তারপর – তারপর নামল বহু প্রতীক্ষিত সেই বৃষ্টি অঝোর ধারায়, জোলো হাওয়ার আলতো আদরে প্রাণ জুড়িয়ে গেল যেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমরা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলাম, আ – বর্ষা এল তাহলে ! বৃষ্টি আসুক না আসুক আজ আষাঢ়। এ রকম বলার জো নেই, বৃষ্টি এলে তবেই না। আষাঢ়, ক্যালেন্ডারের হিসেব মতই যে তাকে চলতে হবে, এমন তো কোনও কথা নেই ! দু' চারদিন এদিক ওদিক হলে কিছু এসে যায় না। তা, এই সদ্য আষাঢ়ে আকাশে সজল মেঘের আনাগোনা দেখে চাষীর মুখে হাসি ফুটবে, ময়ূর পেখম তুলবে, ব্যাঙেদের ঐকতানে, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে চারিদিক ভরে উঠবে, কেয়া আর কদম ফুলের গন্ধ উঠবে বনস্থলী থেকে, ঘন বর্ষণে মাটির গভীরে সুপ্ত তৃণাঙ্কুরে জাগবে উন্মীলনের প্ররোচনা, কবিদের কলম সচল হয়ে উঠবে, এসব তো স্বাভাবিক। কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে প্রাণ জুড়ানো এক পশলা বৃষ্টির বুঝি কোনও জুড়ি নেই! রাস্তায় জল জমে শহুরে জীবন হয়ে উঠবে মন্থর কিন্তু জ্বরমুক্ত রোগীর মত। এই এক ঋতু, যার তুমুল উপস্থিতি প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে আমূল নাড়া দিয়ে যায়। আর যাঁরা বুদ্ধিজীবী, বিশেষতঃ সাহিত্যসেবী, তাঁদের তো কালিদাসের মেঘদূত মনে পড়তে বাধ্য। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমশ্লিষ্ট মানুং। সমাগত আষাঢ়ে শৈল চূড়ায় মেঘের সমূহ আয়োজন দেখে মদনপীড়িত বিরহী যক্ষ যূথবদ্ধ মেঘকেই দূত করে পাঠাতে চাইল সুদূর অলকায়, তার প্রিয়ার কাছে। কুরচি ফুলের অর্ঘ্য দিয়ে, সুদীর্ঘ যাত্রাপথে কোথায় কোথায় কী করতে হবে, তার লম্বা তালিকা দিয়ে শেষে বলল যক্ষঃ অন্তর্লীন বিজুরিকে সংহত করে ধীরে ধীরে তার বাতায়ন পথে উপনীত হবে। তারপর সে মানিনী যখন চোখ তুলে চাইবে, সেই অবসরে আমার বার্তাটি তাকে নিবেদন ক'রো। বিদ্যুদ্গর্ভ স্তিমিত নয়নাং তৎমনার্থে গবাক্ষে/বক্তুং ধীর স্ত নিত ব নৈর্মানিনী প্রক্রমেথা। সে বার্তাটি আর কিছুই নয়, মানব মানবীর চিরন্তন বিরহ বেদনা। জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দের প্রথম ছত্রে 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভূবশ্যামস্তমলদ্রুমৈঃ' ইত্যাদি ব'লে বর্ষার যে ক্ষণিক রশ্মিপাত ঘটিয়েছিলেন, কালিদাস তাকেই সমগ্র নিখিল ভুবনব্যাপী প্রতিভার আলোকোজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় অমর ক'রে গেছেন। হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে যেমন হ্যামলেট নাটক হয় না, বিরহ বাদ দিয়ে তেমনই বর্ষা হয় না। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা যখন বলেন, এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর, তখন তা চিরন্তন বিরহের কাব্য হয়ে দাঁড়ায়। মিলন নয়, বিরহের কাব্যই যে শ্রেষ্ঠ, তা পৃথিবীর যে কোনও কাব্যরসিক মাত্রই স্বীকার করবেন। আর আষাঢ়ের ধূসর মেঘের প্রেক্ষাপটে বিরহগাথার অনন্য নজির হিসেবে বিশ্বসাহিত্যে উজ্জ্বল হ'য়ে রয়েছে কালিদাসের মেঘদূত। কালিদাসের পরে বর্ষার শ্রেষ্ঠ রূপকার হলেন রবীন্দ্রনাথ। ঋতু বিষয়ক যত কবিতা গান তিনি লিখেগেছেন,তার দুই তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে বর্ষার কথা। কখনও অনুসঙ্গ, কখনও অবলম্বন বিভার রূপে, কখনও বা শুধুই প্রকৃতি বন্দনা। তবে বর্ষার অন্য একটা রূপও যে আছে, প্রমথ চৌধুরি তাঁর তির্যক দৃষ্টিতে আমাদের কাছে তা তুলে ধরেছেন। তাঁর কাছে বর্ষা উদভ্রান্ত, উচ্ছৃঙ্খল, অব্যবস্থিত চিত্ত, বেয়াড়া এক ঋতু বিশেষ। তার যথাযথ বর্ণনাতে বস্তুতন্ত্রতা থাকতে পারে, কবিত্ব থাকবে কিনা বলা কঠিন। তাহলে কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিরা তাঁদের কাব্যে বর্ষা ঋতুকে এতখানি স্থান দিলেন কী করে ? তারও কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন তিনি, মেঘদূতের বর্ষা আর একালের বর্ষা তো আর এক জিনিষ নয় ! কালিদাসের মেঘ শান্ত, দান্ত, বন্ধুবৎসল, রমনীহৃদয়জ্ঞ, ধীরোদাত্ত নায়কতুল্য। 'সে মেঘ তো মেঘ নয়, পুষ্পক রথে আরূঢ় স্বয়ং বরুণদেব। সে মেঘ কখনো শিলাবৃষ্টি করে না, মধ্যে মধ্যে পুষ্পবৃষ্টি করে। এ হেন মেঘ যদি কবিতার বিষয় না হয়, তাহলে সে বিষয় আর কি হতে পারে ?' (বর্ষার কথা, বিচিত্র)।

দাদাঠাকুরের হাসির গল্প :

## কলিকাতার চশমাওয়ালাদের জুয়াচুরি

আমাদের গ্রামের হীরালাল মুখুয্যে আছেন। গ্রামের সকলেই তাকে হীরুদা' ঠাকুর বলে ডাকে। হীরুদা' ঠাকুর 'ক' অক্ষরের ধার ধারতেন না । ছেলেবেলা হ'তে তিনি খুব স্বাধীনচেতা। ঘরের পয়সা দিয়ে গুরুমশায়ের মার খাওয়াটাকে কোন দিন পছন্দ করেননি। কাজেই দা'ঠাকুরের বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ ছিল। লিখতে পড়তে জানতেন না। যখন তাঁর বয়স ৪৫ বৎসর তখন লিখতে পড়তে শিখবার ঝোঁকটা তাঁর হয়েছিল।একদিন গ্রামের জমিদারের নায়েব একখানা চশমার বিজ্ঞাপন পড়ছিলেন। তাতে লেখা আছে - 'যাঁহারা চোকে ঝাপসা দেখেন তাঁহারা আমাদের এই চশমা ব্যবহার করিলে অবাধে লিখিতে ও পড়িতে পারিবেন'। নায়েব মশায়ের এই বিজ্ঞাপন পড়া শুনে হীরুদা' ঠাকুর যেন খুব ভরসা পেলেন। তিনি জিনিসপত্তর বেচে কিছু টাকা যোগাড় করে কলকাতার সেই দোকানে এসে হাজির হলেন।

হীরুদা'- মশাই একজোড়া চশমা দিন তো।

দোকানদার- (চশমা দিয়া ) দেখুন ঠিক হয় কিনা।

হীরুদা'- (সম্মুখে ছোট বড় অক্ষর ছাপা বোর্ডখানি দেখে) না মশাই কই পড়তে পারি না। দোকানদার অনেক চশমা দেখালেন, একখানিও তাঁর চোকে লাগলো না দেখে সে অবাক হয়ে বল্লে - অন্য দোকান দেখুন। হীরুদা একে একে অনেক দোকানে দেখলেন – একখানি চশমাও তাকে পড়বার সাহায্য করলে না। তখন সেই বিজ্ঞাপনদাতার দোকানে গিয়ে রেগে বল্লেন মশাই এমন জুয়াচোর আপনারা যে বিজ্ঞাপন দেন যা তার একটুও সত্যি নয়।

চশমাওয়ালা - মশাই কি লেখাপড়া জানেন ?

হীরুদা'- যদি জানবোই তবে চশমা কিনতে আসবো কেন ? চোকে ঝাপসা দেখি। ভাবলাম ছেলেবেলায় লেখাপড়া করিনি, ঝাপসা চোকে চশমা দিলে লিখতে পড়তে পারবো - বিজ্ঞাপন দেখে আসা। আপনি বিজ্ঞাপনে কেন দেননি যে যারা লেখাপড়া জানে তারাই লিখতে পড়তে পারবে। তা' হলে তো আমি ঠকতাম না।

## মোক্তারের বুদ্ধি

এক বৃদ্ধ কোন উইল না করেই হঠাৎ মরে যায়। বৃদ্ধের কোন সন্তানাদি ছিল না। তার হঠাৎ মৃত্যুতে দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী ভাবলেন - স্বামীর জ্ঞাতিরাই এরপর সমস্ত ভোগ করবে। তার দান বিক্রী হেবা হস্তান্তরের ক্ষমতা কিছুই তো স্বামী দিয়ে যাননি। হঠাৎ তার মনে সয়তানী বুদ্ধি গজিয়ে উঠলো। স্বামীর মৃতদেহ এক গোপন গৃহে সরিয়ে রেখে নিজেদের বহুদিনের এক আমমোক্তারকে ডাকিয়ে এনে সমস্ত ঘটনা বললেন। মোক্তার তখনি তাঁকে পরামর্শ দিল- আপনি এখনি একজন উকিল ডেকে পাঠান আমি আপনার স্বামীর বিছানায় রুগ্ন হ'য়ে পড়ে থাকি। উকীল এসে যখন আমাকে সব জিজ্ঞাসা করবেন আমি তাঁর উওর দিব। আপনাকে দান বিক্রয়ের ক্ষমতা দিব। আপনার স্বামীর দস্তখতী কাগজও আমার কাছে আছে, আপনি সেই খানি উকীলকে দিবেন আর বলবেন যে স্বামীর হাত কাঁপছে তাই তার দস্ত খতী ডেমিতে উইল লিখুন। স্বামীর যা ইচ্ছা তা' অতি কষ্টে বলতে পারবেন। ডাক্তার ওঠা বসা করতে নিষেধ করেছেন। যথা সময়ে উকীলবাবুকেই নকল স্বামীর বিছানার নিকট উপস্থিত হ'য়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনি আপনার সম্পত্তির কি ব্যবস্থা করতে চান ? নকল স্বামীরূপী সেই মোক্তার তখন অতি ক্ষীণ স্বরে উত্তর করল যে আমার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অর্ধাংশ আমার স্ত্রীর দান বিক্রী হেবা হস্তান্তরের ক্ষমতা রহিল আর বাকি অর্ধাংশ আমার বহুকালের বিশ্বস্ত আমমোক্তার শ্রীকৃপারাম মুখীকে প্রদান করিলাম। বেচারা গরীব লোক কাচ্চাবাচ্চা লইয়া দুখে দিন কাটে এবং খুব ধর্ম্মভীরু ও বিশ্বাসী বলে তার সততার পুরস্কার স্বরূপ আমি স্বেচ্ছায় অর্দ্ধেক সম্পত্তি দিলাম। আমার স্ত্রীর অর্দ্ধেক অংশে খুব সুখে স্বচ্ছন্দে চলবে। এইবারে বৃদ্ধের স্ত্রী বুঝতে পারলো যে মোক্তার একবার মাত্র তার স্বামী হ'য়ে কি রকম ফিঃ আদায় করলে। 'চোরের মাকে কাঁদতে নাই', কাজেই অর্দ্ধেক নিয়েই তাকে খুসী হ'তে হলো।

প্রকাশকাল : ১৩৩১


RAMEL INDUSTRIES Ltd.
Regd. Off-15, Krishnanagar Road, Barasat, Kolkata-700126

র‍্যামেলের এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট ডিভিশনের তৎপরতায় জাপানে যাচ্ছে মাছ – যাচ্ছে চামড়া।

র‍্যামেল মানে ভরসা
র‍্যামেল মানে আত্মবিশ্বাস
র‍্যামেল মানে প্রাণের বন্ধন

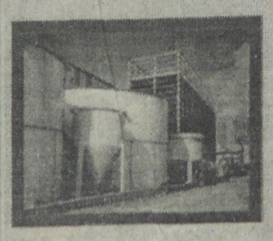

Organized and Published by Murshidabad Zone

## বাসন্তীতলা ক্লাবের ঐতিহ্য হারাতে বসেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের বাসন্তীতলা ক্লাব প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে অগ্রাধিকার পেলেও বর্তমান সদস্যদের বেপরোয়া মনোভাবে সেখানে কোন শৃংখলা নেই। সন্ধ্যে হলেই নেশার আসর বসছে নিত্যদিন বলে এলাকাবাসীরা অভিযোগ করেন। দুর্গা পুজোর চাঁদা তুলে আয়-ব্যয়ের কোল হিসাব জনসমক্ষে আজও আনা হয়নি। শারীর চর্চা বাদ দিয়ে লোকের সাথে অযথা হুজ্জৎ আর আলুর লরিগুলো থেকে জোর জবরদস্তি টাকা আদায় করে ক্লাব সদস্যরা। ক্লাব চত্বরে ইট রাখা নিয়ে ওখানকার বাসিন্দা উত্তম কর্মকারকে বেধড়ক মারধোর করে ক্লাব সদস্যরা। উত্তম ওদের কয়েকজনের নামে থানায় অভিযোগ করেন বলে খবর।

## নার্সিং ষ্টাফেরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতাল চত্বরে ইমারজেন্সি সেকসনের সামনে নার্সিং কোয়ার্টারের চারপাশ নোংরা জলে ভর্তি। সেখানে ২০ থেকে ২৫ জন নার্সিং ষ্টাফ নিরাপত্তাহীনতায় সব সময় ভুগছেন বলে খবর। সেখানে কোন সিকিউরিটির ব্যবস্থা নেই। রাতে ডিউটিতে আসা যাওয়া করতে অনেকেই ভয় পান। সিকিউরিটির জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে বার বার আবেদন জানিয়েও কোন ফল হয় নি। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, হাসপাতাল চত্বরে ড্রেনেজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত। অতি বৃষ্টিতে ড্রেন উপচে অনেক কোয়ার্টারের মধ্যে নোংরা জল প্রবেশ করছে। এ ব্যাপারে হাসপাতাল সুপারের বক্তব্য, এই কাজের জন্য একটা এষ্টিমেট পি.ডব্লু.ডি নিয়েছে। টাকা এলেই কাজ শুরু হবে।

## নেতাদের বহু প্রতিশ্রুতি পার করে আজও (১ম পাতার পর)

বীরভূমের লোহাপুর থেকে আথুয়া ঘাটের অপর প্রান্ত ঐ এলাকার পঞ্চায়েত সমিতি পীচ করে দেয়। অন্তরায় শুধু বন্যেশ্বর থেকে রমনা গ্রাম পর্যন্ত সাত কিলোমিটারের পথ। মোড়াম রাস্তায় এখনও ওখানে হাত পড়েনি।

গত লোকসভা নির্বাচনে সংসদ প্রণব মুখার্জী ঐ এলাকায় প্রচারে যান। বন্যেশ্বর মন্দির প্রদক্ষিণ করে পুজোও নাকি দেন সেখানে। ভিড়ে উপচে পড়া এলাকার মানুষ তাঁর প্রচারে অংশ নিতে অন্ধকারের মধ্যে আলোর ব্যবস্থা করেন। ঐ সময় ছোট্ট বক্তৃতায় প্রণববাবু এলাকার মানুষদের অভাব পূরণে প্রতিশ্রুতি দেন। ঐ এলাকার সঙ্গে শহরের যোগাযোগের একমাত্র রাস্তাটির বাকী সাত কিলোমিটার পীচ করে দেবার আনুরোধ জানান এলাকার মানুষ। প্রণববাবু লিখিতভাবে তার কাছে আবেদন পাঠাতে নির্দেশ দেন। এরপর প্রণব মুখার্জী দু'বার জঙ্গিপুর থেকে নির্বাচিত হন। জামুয়ার বন্যেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৫০০ থেকে ৬০০ মানুষের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন প্রণববাবুর দিল্লীর ঠিকানায় পাঠানো হয়। এলাকার মানুষ আশায় বুক বেঁধে প্রণববাবুর উত্তরের আপেক্ষায় দিন গোনেন। প্রণববাবুর সফরসঙ্গী মহঃ সোহরারের সঙ্গেও কেউ কেউ দেখা করে তাদের আবেদনের কথা জানান। সোহরার সাহেবের পরামর্শ মতো আরো কয়েকবার আবেদনপত্র পাঠান হয়। কিন্তু একটিরও উত্তর আজ পর্যন্ত আসেনি। সাত কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের অভাবে ঐ এলাকার মানুষ আজও শহর থেকে বহু দূরে। সাপে কাটা, বিষ খাওয়া বা আসন্ন প্রসবারা আজও দ্রুত যোগাযোগের অভাবে বেঘেরে মারা যাচ্ছেন। রাজনীতির প্রলেপে ঐ এলাকার চারণ কবি গুমানী দেওয়ান প্রাধান্য পেলেও লক্ষাধিক মানুষের দাবি বাদশাহী সড়কের উন্নতিকরণ আজও উপেক্ষিত।

## আবার স্কুল নির্বাচনে তৃণমূল-কংগ্রেস ঘোঁট (১ম পাতার পর)

সভাপতি গিয়াসুদ্দিন সেখ। ১৪ জুলাই নির্বাচনে সেখানে কংগ্রেস জোট জয়ী হয়। যদিও ব কলমে এরা প্রতেকে কংগ্রেসী। উল্লেখ্য, সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের কালীতলা হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে নমিনেশন পেপার জমা দিতে গিয়ে কংগ্রেসীদের হাতে তৃণমূল নেতারা লাঞ্ছিত হন।

## সড়ক সম্প্রসারণের আগের টাকার দাবীতে (১ম পাতার পর)

ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণের দাবীতে প্রায় দু'ঘন্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে এলাকার মানুষ। পরে পুলিশ এসে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাস্তার অবরোধ মুক্ত করে।


আমাদের প্রচুর ষ্টক –
তাই শ্রাবণের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে
নিতে সরাসরি চলে আসুন।
নিউ কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)


### জঙ্গীপুর আরবান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

**১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি**

রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া) মুর্শিদাবাদ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, জঙ্গীপুর আরবান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ১৯শে জুলাই, ২০১১ মঙ্গলবার বেলা ৩ টার সময় রঘুনাথগঞ্জ টাউন হলে (জঙ্গীপুর পৌরসভা) অনুষ্ঠিত হইবে।

উক্ত সভার কার্য্যে যোগদান ও অংশগ্রহণ করিবার জন্য সমিতির সদস্য প্রতিনিধিগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

শুভজিৎ দে
আহ্বায়ক
সুপার ভাইজার
মুর্শিদাবাদ সেন্ট্রাল কোঃ অঃ ব্যাঙ্ক লিঃ


স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
রঘুনাথগঞ্জ, হরিদাসনগর, কোর্ট মোড়, মুর্শিদাবাদ
(আকর্ষণীয় জ্যোতিষ বিভাগ)
*আসল গ্রহরত্ন ও উপরত্নের সম্ভারে সুদক্ষ কারিগড় কর্তৃক সোনার গহনা তৈরীর বিশ্বস্ততায়, আধুনিক ডিজাইনের রুচিসম্পন্ন গহনা তৈরীর বৈশিষ্ট্যতায় এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবায় আমরা অনন্য। এছাড়াও আছে "স্বর্ণালী পার্লসের" মুক্তোর গহনা।*
: জ্যোতিষ বিভাগে :
অধ্যাপক শ্রী গৌরমোহন শাস্ত্রী (কলকাতা) (ভাগ্যফল পত্রিকার নিয়মিত লেখক) প্রতি ইং মাসের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শনি ও রবিবার।
শ্রী এস. রায় (কলকাতা) প্রতি ইং মাসের ১ ও ২ তারিখ।
(অগ্রিম বুকিং করুন)
Mob.- 9475195960 / 9475948686 / 9800889088
PH.: 03483-266345


দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।